শিশুশ্রম, কিশোর শ্রমিক নিয়োগ ও সংশোধনমূলক নীতিমালা Child Labor, Adult/ Juvenile Labor Remediation Policy		
প্রধান তত্ত্বাবধায়ক	ঃ	এ.জি.এম. কমপ্লায়েন্স এবং ই.এম.এস.
বাস্তবায়কারী	ঃ	সকল বিভাগীয় প্রধান
প্রণয়নের তারিখ	ঃ	০১/০১/২০১১ ইং
সর্বশেষ সংশোধনী	ঃ	০১/০১/২০১৯ ইং
পুনরায়- সংশোধন/ বিবেচনা	ঃ	সময়, অবস্থা, স্থানীয় আইনের পরিবর্তন/ সংযোজন/ বিয়োজন, আর্ন্তজাতিক আইনের পরিবর্তন/ সংযোজন/ বিয়োজন, ক্রেতার চাহিদা এবং অডিট রির্পোটের ভিত্তিতে।
অনুমোদনক্রমে- ব্যবস্থাপনা পরিচালক (স্বাক্ষর ও তারিখ)	ঃ	

শিশু শ্রমিক নিয়োগ নীতি
(Child Labor Policy)

ভূমিকা (Introduction) ঃ

বাংলাদেশের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কৌশল আজ তৃতীয় বিশ্বের বহু দেশের জন্য একটি মডেল। আজকের যে শিশু-কিশোর তারাই হবেন আগামী দিনে এই উন্নয়ন কৌশলের মূল চালিকাশক্তি। তাদেরকে উপযোগী করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আমাদের অর্জন আশাপ্রদ নয়। স্বাধীনতার পর পরই মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নিয়ে প্রবর্তন করা হয়েছে শিশু শ্রম আইন ১৯৭৪। পরবর্তীতে প্রণয়ন করা হয়েছে জাতীয় শিশু নীতি ১৯৯৪ এবং গ্রহন করা হয়েছে শিশুদের জন্য জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০০৫-২০১০ সহ বহুবিধ উন্নয়ন প্রকল্প।

কারখানায় শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন বয়স অনুসরন করে থাকে। অর্থাৎ ১৮ বৎসরের কম বয়সের কোন শ্রমিক নিয়োগ করা হয় না। শিশু শ্রম সর্ম্পূণ নিষিদ্ধ। বয়স প্রমাণের জন্য জাতীয় পরিচয় পত্র/ভোটার আই ডি বা ডাক্তার কর্তৃক সার্টিফিকেট এর কপি জমা দিতে হয় নিয়োগের সময়। যদি কোন নিয়োগ প্রাপ্ত শ্রমিকের বয়স সন্দেহ জনক মনে হয় তবে কোম্পানীর নিয়োগকৃত ডাক্তারের পরীক্ষার রিপোর্ট এর ভিত্তিতে তা সঠিকভাবে নিরূপন করা হবে। তথাপি যদি কোন কর্মীকে নিয়োগ প্রদান করা হয় তবে সাধারন নীতির বাইরে নিম্নের নীতিমালা অনুসারে তাদের কার্যাদী সম্পন্ন হইবে।

শিশু ঃ শিশু অর্থ চৌদ্দ বৎসর বয়স পূর্ণ করেন নাই এমন কোন ব্যক্তি। কারখানায় শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে শিশু শ্রম সর্ম্পূণ নিষিদ্ধ।

কিশোর শ্রমিক নিয়োগ নীতি
(Adult/ Juvenile Labor Policy)

শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন বয়স অনুসরন করে থাকে। অর্থাৎ ১৮ বৎসরের কম বয়সের কোন শ্রমিক নিয়োগ করা হয় না। কিশোর শ্রমিক সর্ম্পূণ নিষিদ্ধ। বয়স প্রমাণের জন্য জাতীয় পরিচয় পত্র/ভোটার আই ডি বা ডাক্তার কর্তৃক সার্টিফিকেট এর কপি জমা দিতে হয় নিয়োগের সময়। যদি কোন নিয়োগ প্রাপ্ত শ্রমিকের বয়স সন্দেহ জনক মনে হয় তবে কোম্পানীর নিয়োগকৃত ডাক্তারের পরীক্ষার রিপোর্ট এর ভিত্তিতে তা সঠিকভাবে নিরূপন করা হবে। তথাপি যদি কোন কর্মীকে নিয়োগ প্রদান করা হয় তবে সাধারন নীতির বাইরে নিম্নের নীতিমালা অনুসারে তাদের কার্যাদী সম্পন্ন হইবে।

কিশোরঃ কিশোর অর্থ চৌদ্দ বৎসর বয়স পূর্ণ করেছেন কিন্তু আঠারো বছর পূর্ণ করেন নাই এমন কোন ব্যক্তি। কারখানায় শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে কিশোর শ্রমিক নিরুৎসাহিত করা হয়।

শিশুশ্রম, কিশোর শ্রমিক সংশোধনমূলক নীতিমালা

(Child Labor, Adult/ Juvenile Labor Remediation Policy)

আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার শিশু বিষয়ক অধিকাংশ সনদ অনুসমর্থনসহ শিশু অধিকার সংক্রান্ত বহু আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও দ্বি-পাক্ষিক ঘোষনায় বাংলাদেশ অংশীদার। তা সত্ত্বেও বাংলাদেশের শিশু কিশোরদের উল্লেখযোগ্য অংশ এখনও ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে নিয়োজিত। একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে শিশু শ্রম সংক্রান্ত এ পরিসংখ্যান অনভিপ্রেত। তাই কর্তৃপক্ষ সর্বদা শিশু শ্রমকে নিরুৎসাহিত করে থাকে এবং ১৪(চৌদ্দ) বছরের কম বয়সি কোন শিশুকে কর্তৃপক্ষ নিয়োগ করে না। তবে সতর্কতা অবলম্বন সত্ত্বেও যদি ১৪ বছরের উপরে এবং ১৮ বছরের নীচে কোন কিশোর শ্রমিক নিয়োগ হয়ে যায় সেক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ নিম্নোক্ত নীতিমালা অনুসরণ করবেঃ

- প্রতিষ্ঠানের যন্ত্রপাতি চালু অবস্থায় উহা পরিস্কারের জন্য, উহাতে তৈল প্রদানের জন্য বা উহাকে সুবিন্যান্ত করার জন্য বা উক্ত চালু ঘন্ত্রপাতির ঘূর্ণায়মান অংশগুলির মাঝখানে অথবা স্থির এবং ঘুর্ণায়মান আংশগুলির মাঝখ্যানে কোন কিশোরকে কাজ করিতে অনুমতি দেওয়া যাবে না।
- প্রতিষ্ঠানে কোন কিশোর কে নিয়োগ করা যাইবে না বা কাজ করিতে দেওয়া যাইবে না, যদি না-
    - বিধি দ্বারা নির্ধারিত ফরমে একজন রেজিস্টার্ড চিকিৎসক কর্তৃক তাহাকে প্রদত্ত সক্ষমতা প্রত্যয়ন পত্র মালিকের হেফাযতে থাকে, এবং
    - কাজে নিয়োজিত থাকা কালে তিনি উক্ত প্রত্যয়ন পত্রের উল্লেখ সম্বলিত একটি টোকেন বহন করবেন।
- কোন পেশায় বা প্রতিষ্ঠানে কোন কিশোরের শিক্ষাধীন হিসাবে অথবা বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের জন্য নিয়োগের ক্ষেত্রে ধারা ৩৪ উপ-ধারা(২) এর কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।
- সরকার যদি মনে করে যে, কোন জরুরী অবস্থা বিরাজমান এবং জনস্বার্থে ইহা প্রয়োজন, তাহা হইলে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উহাতে উল্লিখিত সময়ের জন্য ধারা ৩৪ উপ-ধারা(২) এর প্রয়োগ স্থগিত ঘোষনা করিতে পারিবে।
- এই অধ্যায়ের বিধান সাপেক্ষে, কোন শিশুর মাতা পিতা বা অভিভাবক শিশুকে কোন কাজে নিয়োগের অনুমতি প্রদান করিয়া কাহারো সহিত কোন চুক্তি করিতে পারিবে না।
- এই ধারায় “অভিভাবক” বলিতে শিশুর আইনগত হেফাযতকারী বা শিশুর উপর কর্তৃত্ব আছে এমন যে কোন ব্যক্তিকে বুঝাইবে।
- উক্ত শিশুটির পরিবারে কারখানায় কাজ করার জন্য আইনানুগ বয়স আছে এমন উপযুক্ত কোন সদস্য থাকলে তার কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে। যদি আইনানুগ বয়স পূর্ণ করেছে এমন কাউকে না পাওয়া যায় এবং তার পরিবারে উপার্জন করে এমন কেউ না থাকে তাহলে তাকে প্রতি মাসে ন্যূনতম মজুরী ভাতা হিসেবে প্রদান করা হবে।
- শিশুটি কারখানায় কাজ করার আইনানুগ বয়স পূর্ণ হওয়ার পর যদি চাকুরী করতে চায় তাহলে তার কর্মসংস্থান/চাকুরীর ব্যবস্থা করা হবে।

কতিপয় ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী শ্রমিক নিয়োগে বিধি-নিষেধঃ-

কোনো প্রতিবন্ধী শ্রমিককে বিপজ্জনক যন্ত্রপাতির কাজে অথবা ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োগ করা যাইবে না।

যদি কখনো কিশোর শ্রমিক চাকুরিতে ঢুকে যায় তা হলে কিশোরে কর্মঘন্টা হবে নিম্নরুপঃ-

- রেজিস্টার্ড চিকিৎসক কর্তৃক তার শারীরিক যোগ্যতা বা সক্ষমতার প্রত্যায়ন পত্র গ্রহণ করা হবে।
- কোন কিশোরকে কোন কারখানা বা খনিতে দৈনিক পাঁচ ঘন্টার অধিক এবং সপ্তাহে ত্রিশ ঘন্টার আধিক সময় কাজ করিতে দেওয়া হইবে না।
- কাজে নিয়োজিত থাকার সময় উক্ত শ্রমিকদের সংঙ্গে উপরোক্ত প্রত্যায়ন পত্রের স্মারক টোকেন এর ব্যবস্থা করা হবে।
- শ্রমিকের পিতা মাতার বা অভিভাবকের লিখিত সম্মতিপত্র গ্রহণ করা হবে ।
- কিশোর শ্রমিক নিয়োগ হলে তাদের ক্ষেত্রে পৃথক রেজিষ্টার সংরক্ষন করা হবে।
- কিশোর কর্মী স্কুলে ভর্তি হবে এই মর্মে লিখিত দিবে।

- কোন কিশোরকে অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে দৈনিক সাত ঘন্টার অধিক এবং সপ্তাহে বিয়াল্লিশ ঘন্টার অধিক সময়ে কাজ করানো যাাবে না।
- কোন কিশোরকে কোন প্রতিষ্ঠানে সন্ধ্যা ৭-০০ ঘটিকা হইতে সকাল ৭-০০ ঘটিকা ও মধ্যবর্তী সময়ে কোন কাজ করিতে দেওয়া যাইবে না।
- নির্দিষ্ট সময়ের পর কোন ভাবেই অতিরিক্ত সময় কাজ করানো যাবে না।
- কিশোর শ্রমিককে কোন ঝুঁকিপূর্ন বা চলমান মেশিনে কাজ করতে দেয়া হবে না।
- যদি কোন কিশোর অধিককাল কাজ করেন, তাহা হইলে অধিককালসহ তাহার কাজের মোট সময়
  - কারখানা বা খনির ক্ষেত্রে সপ্তাহে ছত্রিশ ঘন্টা।
  - অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে, সপ্তাহে আট চল্লিশ ঘন্টা, এর অধিক হইবে না।
- কোন প্রতিষ্ঠনে কোন কিশোরের কাজের সময় দুইটি পালায় সীমাবদ্ধ রাখিতে হইবে, এবং উহার কোন পালার সময় সীমা সাড়ে সাত ঘন্টার বেশী হইবে না।
- কোন কিশোরকে কেবল মাত্র একটি রিলেতে নিয়োগ কার যাইবে এবং পরিদর্কের নিকট হইতে লিখিত পূর্ব অনুমোদন ব্যতিত ইহা ত্রিশ দিনের মধ্যে ইহা একবারের বেশী পরিবর্তন কারা যাাবে না।
- এই আইনের অধিনে সাপ্তাহিক ছুটি সংক্রান্ত বিধান কিশোার শ্রমিকের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে এবং এই বিধানের প্রয়োগ কিশোর শ্রমিকের ক্ষেত্রে স্থগিত কার যাইবে না।
- প্রতি ১৫ কর্মদিবসে ১ দিন অর্জিত ছুটি হিসাবে গন্য করা হবে।
- একই দিনে কোন কিশোর একাধিক প্রতিষ্ঠানে কাজ করিতে পারিবেন না।
- কোন প্রতিষ্ঠানে কোন কিশোর শ্রমিক নিয়োগ থাকলে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে কিশোরের কর্মঘন্টা সম্পর্কে, তাহার কাজের নিদিষ্ট সময় উল্লেখ সহ , একটি নোটিশ প্রদান করতে হবে।
- কিশোর শ্রমিকের বেলায় দেশের প্রচলিত শ্রম আইনের ৩৪ থেকে ৪৪ ধারার বিধানসমূহ সঠিকভাবে অনুসরন করা হবে।

যদি কোন কিশোর শ্রমিক নিয়োগ করা হয়ে থাকে তাহলে কোম্পানী দ্রুত তার অব্যহতির ব্যবস্থা করবে তার শিক্ষার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করবে। কোম্পানী আরো নিশ্চয়তা প্রদান করে যে তার শিক্ষা সমাপ্ত হলে এবং তার বয়স ১৮ বৎসর পূর্ণ হলে তাকে কোম্পানীতে চাকুরীর ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

<u>উপসংহার (Conclusion)</u> ঃ

কিশোর শ্রমিক নিয়োগে ও শিশুশ্রম সংশোধনমূলক নীতিমালা ও নিরাপদ কর্ম পরিবেশ নিশ্চিত করতে কারখানা বদ্ধপরিকর। মানবাধিকার ও শ্রম আইন এবং রীতি-নীতির সঠিক প্রয়োগ / বাস্তবায়নে কর্তৃপক্ষ সদা সচেষ্ট। এ নীতিমালা শিশু শ্রমিকদের অধিকার সমন্ধে শ্রমিকদের সচেতন করে তোলার পাশাপাশি বিভিন্ন দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা ও ষ্টাফদের প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা হিসেবেও কাজ করবে।